যোগ দর্শনে সমাধি বা যোগের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি বা যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’ অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তির নিরোধ বা লয়কে যোগ বা সমাধি বলে। সাংখ্য স্বীকৃত বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন - এই তিনটি তত্ত্বকে একত্রে যোগ দর্শনে চিত্ত বলা হয়েছে। এই তিনটি তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জড় ও অচেতন। ‘চিত্তবৃত্তি’ হচ্ছে প্রকৃতির পরিণাম এই চিত্তের বিকার বা বৃত্তি। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ চিৎস্বরূপ। এজন্য চিত্তের ওপর পুরুষ বা আত্মার চৈতন্য প্রতিফলিত হলে চিত্ত চেতনরূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রতিফলনের ফলে, প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত আত্মা চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করে। সুতরাং আত্মার এই ভ্রান্তজ্ঞান নিরসনের জন্য চিত্তবৃত্তির নিষেধ বা নিরোধই আবশ্যক।

যোগ দার্শনিকদের মতে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিন গুণের সমন্বয়ে চিত্ত গঠিত। এই তিন গুণের আবার প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীলতা এই তিন স্বভাব। গুণগুলির প্রাধান্য ও কার্যকারিতা অনুসারে চিত্তের স্তরভেদ করা হয়েছে। চিত্তের এই স্তরকে চিত্তভূমি বলে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ-ভেদে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার। যোগ দার্শনিকদের মতে, চিত্তভূমির প্রথম তিন অবস্থা যোগলাভের সহায়ক নয়, কারণ ক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্ত রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে অস্থির ও চঞ্চল থাকে বলে, তা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। কোন এক বিষয়ে স্থির থাকে না।

চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মূঢ়ভুমিক চিত্তের সৃষ্টি হয়, যা নিদ্রারূপ বৃত্তিতে চিত্তকে নিমজ্জিত করে রাখে। ফলে মূঢ় চিত্ত তত্ত্বচিন্তা করতে অসমর্থ হয়। তাই চিত্তের এই স্তরটিও সমাধি লাভের সহায়ক অবস্থা নয়। চিত্তের যে ভূমিতে তমোগুণের প্রাধান্য কমে গিয়ে রজোগুণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি বলে। এই ভূমি সকল বস্তুই প্রকাশ করতে পারে এবং ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই ভূমিতে চিত্ত সাময়িকভাবে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হলেও পরক্ষণেই তা অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। এই ভূমিতে স্থায়ীভাবে চিত্ত সংযম সম্ভব নয় বলে এই ভূমি যোগের অনুকূল নয়।

কিন্তু চিত্তের একাগ্রভূমিতে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব অপসারিত হয়ে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় চিত্তের একটি অগ্র বা অবলম্বন থাকায় চিত্ত কোন একটি বাহ্য বা আন্তর বিষয়ে অকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু কোন বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট থাকে বলে এখানেও চিত্তবৃত্তি বর্তমান। সুতরাং সম্পূর্ণ চিত্তবৃত্তির নিরোধ চিত্তের এই ভূমিতেও সম্ভব নয়।

চিত্তের যে ভূমিতে কোনরূপ বিষয়াকারবৃত্তি থাকে না, সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিহীন হয়, চিত্তের সেই ভূমিকে নিরুদ্ধভূমি বলে। একাগ্র অবস্থায় চিত্ত কোন বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকলেও নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের সকল বিকার বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ভূমিতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিষয়মুক্ত হয়ে শান্ত, সমাহিত ও অচঞ্চল অবস্থায় বিরাজ করে। তাই যোগ দার্শনিকগণ বলেন, এই ভুমিতেই পূর্ণ যোগ বা পূর্ণ সমাধি সম্ভব। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ায় পুরুষ বা আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাধির বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন সমাধির মধ্যে পার্থক্য ঃ

যোগশাস্ত্রমতে, চিত্তবৃত্তির নিরোধের ফলে যে যোগ বা সমাধি লাভ হয়, তা প্রধানত দু-প্রকার - সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তভূমির একাগ্র অবস্থায় বিশেষ কোন বিষয়ে মন বা চিত্ত সম্পূর্ণ নিবিষ্ট থাকে বলে একে সমাপত্তি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই অবস্থায় চিত্ত একটি মাত্র বিষয়ের আকারে আকারিত হয়ে স্থির ও অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে। একে ধ্যান সমাধিও বলা হয়। কারণ এই সমাধির ক্ষেত্রে কেবল ধ্যানের বিষয়টিতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে। আবার কেউ কেউ এই সমাধিকে সমাপত্তি সমাধিও বলে থাকেন। বিষয়বীজ অবলুপ্ত হয় না বলে একে সবীজ সমাধিও বলা হয়ে থাকে।

ধ্যানের বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা - ১) সবিতর্ক, ২) সবিচার ৩) সানন্দ ও ৪) সাস্মিত।

১) সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ঃ দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তির মত কোন স্থূল বিষয়ে চিত্ত যখন ধ্যান নিবিষ্ট হয়, তখন তাকে বলে, সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে বিভিন্ন স্থূল বস্তুর বিশেষরূপে জ্ঞান হয় এবং বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বৈতভাব থাকে।

২) সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ঃ তন্মাত্রের মত সূক্ষ্ম বাহ্য বিষয়ে মনঃসংযোগ হলে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তার নাম সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থা সবিতর্ক সমাধির তুলনায় উন্নততর।

৩) সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ঃ বাহ্য সূক্ষ্ম বিষয়ে চিত্ত নিবেশ আয়ত্ত হলে যোগী আধ্যাত্মিক স্থূল বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করেন অর্থাৎ ধ্যানস্থ হন। ইন্দ্রিয়াদি হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্থূল পদার্থ। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিষয়ে ধ্যানস্থ হওয়াই সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে যোগীর সর্বশরীরে এক আনন্দময় সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় বলে এই প্রকার সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলে।

৪) সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ঃ সর্বশেষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সাস্মিত। এই সমাধিতে ধ্যানের বিষয় অহম বা অস্মিতা হওয়ায় একে বলা হয় সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এ স্তরে অন্তঃকরণকে রজঃ ও তমোলেশমুক্ত শুদ্ধ সত্ত্বরূপে চিন্তা করা হয়। আত্মাকে সাধারণতঃ এই অস্মিতার সঙ্গেই একাত্ম করে ভুল করা হয়। এই অবস্থায় অহম এর ভিন্নত্ব ও উলব্ধি হয়। এই সমাধি যোগীর আত্মসাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেয় বলে একে ধর্মমেঘ সমাধিও বলা হয় । সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই স্তরই সর্ব্বোচ্চ স্তর।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ঃ

চিত্ত যখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত না হয়ে, সকল বিষয়ের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়, ঠিক তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্ভব হয়। এই অবস্থায় সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে এবং যোগীর নিকট এই বিশ্ব সংসার লুপ্ত হয়ে যায়। আত্মার দ্বারা তিনি তখন আত্মাকেই জানেন। আত্মচৈতন্যে মগ্ন হয়ে সকল দুঃখ যোগীর দূর হয়ে যায়। কোনরূপ চঞ্চলতা এই সমাধির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। চিত্তে কোন প্রকার বিষয়বীজ বা আলম্বন থাকে না বলে এই সমাধিকে ‘নির্বীজ সমাধি’ বা ‘নিরালম্ব সমাধি’ও বলা হয়। এই সমাধিতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ চ্ছিন্ন হওয়ায় পুরুষ অর্থাৎ আত্মা চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হয়।

পার্থক্য ঃ

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সমাধির উচ্চতম অবস্থা নয়। এই অবস্থায় বিষয়বীজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পূর্ণ সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হলেও আলম্বনরূপ সংস্কার থেকে যায়। অনুকূল অবস্থার স্পর্শ পেলে সংস্কারগুলি আবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন সংস্কারগুলি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়, চিত্ত বা মনও প্রায় বিনষ্ট হয়ে আসে, তখন নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি কথিত হলেও আলম্বনরূপ সংস্কার থেকে যায়। অনুকূল অবস্থার স্পর্শ পেলে সংস্কারগুলি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়, চিত্ত বা মনও প্রায় বিনষ্ট হয়ে আসে, তখন নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আলম্বন বীজ থাকে বলে একে সবীজ সমাধি ও আলম্বন বর্জিত হলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত আলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলস্বরূপ যে সাক্ষাৎকারাত্মক প্রজ্ঞা আবির্ভূত হয়, তাকে ‘সমাপত্তি’ বলা হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থূলতত্ত্ব হতে ক্রমান্বয়ে অহমভাবে চিত্ত সমাহিত হয়। কিন্তু সর্ববৃত্তির নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষ্য পরবৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা। একেই পতঞ্জলি আলম্বনহীন বলে অভিহিত করেছেন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ফলে যোগী ক্লেশাদি হতে চিরমুক্তি লাভ করেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ